দৈনিক ইনকিলাব

005

03 JAN 1988
তারিখ ...
পৃষ্ঠা ... 5 কলাম 1

দৈনিক ইনকিলাব
THE DAILY INQILAB
ঢাকা রবিবার, ১৮ পৌষ, ১৩৯৪

অভিভাবকদের চোখে সর্ষে ফুল

বাংলাদেশের খাল-বিল, নদী-নালা এবং অসংখ্য আল-পথ পেড়িয়ে ঝুড়ি মাথায় একজন সাধারণ মানুষের মত পায়ে পায়ে রাজধানীর রাজপথে এসে দাঁড়িয়েছে ১৯৮৮ নতুন বছর। তার চোখে-মুখে নতুনত্বের দীপ্তি। মাথার ঝুড়িতে ভরা অসংখ্য আশা-আকাঙ্ক্ষা এবং সম্ভাবনা। কিন্তু প্রথমেই চোখে নতুন বছরের সম্ভাবনা কি অবিমিশ্র? আমরা এর আগের একটি লেখায় বলেছিলাম যে, নতুন বছরে নতুন করে যে কর্মকাণ্ড শুরু হবে— তার প্রথমেই আসবে বার্ষিক পরীক্ষায় পাস করা ছাত্র-ছাত্রীদের কিংবা নতুন স্কুল যাত্রীদের স্কুলে ভর্তি হওয়া, নতুন বই কেনা এবং নতুন ক্লাশে পড়াশুনা শুরু করা। হয়েছেও তাই। ইতিমধ্যেই শহরের স্কুলগুলোতে ভর্তির দরখাস্ত পড়তে শুরু করেছে এবং তার অনুপাত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের আসন সংখ্যা অপেক্ষা ৫ থেকে ৬ গুণ বেশী। ফলে অভিভাবকরা এখন সন্তানের স্কুলে ভর্তির ব্যাপারে বিষম সংকটে পড়েছেন এবং সভাবতই উদ্বেগ-উৎকণ্ঠায় তাদের দিনরাত কাটছে। তারা পাগলপাড়া হয়ে ঘুরছেন একটি সীটের জন্যে। অথচ শহর-নগরের স্কুলগুলোতেও ঠাঁই নেই, ঠাঁই নেই, ছোট এ তরী.....অবস্থা। অতএব, অভিভাবকদের চোখে এখন সর্ষে ফুল। প্রত্যেক নতুন বছরে ছাত্র ভর্তির এ সমস্যাটি নতুন কিছু নয়। গত বছর এবং তার আগের বছরও এমনি সমস্যা ছিল, অবশ্য তা ছিল এ বছর অপেক্ষা অর্ধেক এবং তারও কম।

এক খবরে জানা গেছে, শহরের একটি বালিকা বিদ্যালয়ে তিনশ' আসনের জন্য দরখাস্ত পড়েছে এক হাজার আটশ'। গত বছর দরখাস্তের সংখ্যা ছিল এ থেকে অনেক কম। বর্তমান অবস্থায় এই স্কুলটিতে ৩০০ ছাত্রী ভর্তি হলেও বাকী ১৫০০ ছাত্রী বঞ্চিত হবে। কিন্তু পড়াশুনা যদি করতেই হয় তাহলে তারা যাবে কোথায়? এ সমস্যা শুধু রাজধানীতেই নয়, দেশের অন্যান্য শহর-নগর এবং উপজেলাতেও। অর্থাৎ ছাত্র ভর্তি সমস্যাটা এখন দেশব্যাপী। কিন্তু কারণ কি? কারণগুলো অত্যন্ত সহজ-সরল এবং সকলের জানা। স্কুল ঘর ছোট, আসবাবপত্র অপ্রতুল, পারদর্শী শিক্ষকের সংখ্যা অল্প। সুতরাং ছাত্র-ছাত্রীদের আসন সংখ্যা কম। অপর দিকে দেশের জন সংখ্যা বাড়ছে। নবাগত ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যাও ক্রমবর্ধমান। অথচ স্কুল ঘরগুলো বড় করা হচ্ছে না, শিক্ষক সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে না, বৃদ্ধি করা হচ্ছে না আসন সংখ্যাও। জনসংখ্যা অনুপাতে প্রতিবছরই আমাদের নতুন নতুন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা দরকার, সরকার ছাত্র-ছাত্রীর আসন বৃদ্ধি করার, সেদিকে দায়িত্বশীল মহল এবং দেশপ্রেমিক রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের কেউ নজর দিচ্ছেন না। কারণ রাজনৈতিক ক্ষমতা লাভের অভিলাশে রাজনৈতিক দলসমূহ হরতাল, জনসভা আর মিছিল নিয়ে ব্যস্ত। অপর দিকে দেশের সরকার সেই সকল তথাকথিত আন্দোলন প্রতিরোধে নিমগ্ন। সুতরাং দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার এই করুণ অবস্থার দিকে চোখ তুলে তাকায় কে? দেশের প্রয়োজন অনুপাতে শিক্ষা ব্যবস্থা সম্প্রসারণের জন্য পর্যাপ্ত অর্থ বরাদ্দ করে কে? ছাত্র ভর্তি সমস্যা শুধু প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়েই নয়, উচ্চতর পর্যায়েও এ সমস্যার যন্ত্রণা ছড়িয়ে রয়েছে। এই পর্যায়ের মত উচ্চতর পর্যায়ের ভর্তি সমস্যা সমাধানের জন্য আমরা এই কারণেই বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে নৈশ শিফট করার এবং আরো কিছুসংখ্যক ডিগ্রী কলেজকে বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ ঘোষণার প্রস্তাব করেছিলাম। কিন্তু সে লক্ষ্যে কতটুকু কি করা হয়েছে তা দেশবাসী জানেন।

আলোচ্য প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ে ভর্তি সমস্যা সমাধানের জন্যও আমাদের একই প্রস্তাব। শহর-নগর ও উপজেলাসমূহের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো সম্প্রসারিত করা এবং নতুন নতুন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা ও মঞ্জুরী দেওয়ার প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দেওয়া বাহুল্য মাত্র। অন্যথায় প্রতিবছরের এই ক্রমবর্ধমান ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি সমস্যার সমাধান কোন দিনই সম্ভব হবে না।

আমরা প্রত্যাশা করি, সমস্যা জাগিয়ে রেখে দেশবাসীকে শিক্ষার মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত না করে কিভাবে এ সমস্যার সমাধান করা যায় সে দিকে সরকার, শিক্ষামন্ত্রণালয় ও বোর্ডসমূহ বিশেষ দৃষ্টি দান করবেন।